ভরি ল'য়ে ঝারি   এনেছ কি বারি,
        সেজেছ কি শুচি দুকূলে ?
বেঁধেছ কি চুল,   তুলেছ কি ফুল,
        গেঁথেছ কি মালা মুকুলে ?
        ধেনু এল গোঠে ফিরে,
        পাখীরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত   জুড়িয়া জগত,
        আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।
তোমারি দুয়ারে   এসেছি, আমারে
        বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে ॥

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখ্‌তে পারে রাজা ? ও ত বন্ধ নেই, কেবল ভ্যাজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপ্‌নি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না ? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুক্‌বে না ?

গান

        এ যে মোর আবরণ
        ঘুচাতে কতক্ষণ ?
নিশ্বাস বায়ে   উড়ে চলে' যায়
        তুমি কর যদি মন।
        যদি পড়ে' থাকি ভূমে
        ধূলায় ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি   দ্বারে র'বে জাগি
        এ কেমন তব পণ ?

রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে　　এস বলভরে
এস এস গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক্ চলে’,
চিনি যেন প্রভু বলে ;
ছুটে এসে দ্বারে　　করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

রাণী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আস্‌বেন না।

সুদর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে’ দেখতে পাইনে—কোথায় দরজা কে জানে! তুই এখানকার সব জানিস্—তুই আমার হ’য়ে খুলে দে।

(সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান।*)

সুদর্শনা। তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্চ না কেন ?

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আমায় দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হ’য়ে থাকি না কেন ?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখ্‌তে পায়, আমি রাণী হ’য়ে দেখ্‌তে পাব না ?

* রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।